[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

তিনি আরো জানান আজ পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে ১৫জনের মুত্যু হলো।

আলমডাঙ্গায় মাদ্রাসা ছাত্রকে বলাৎকার, শিক্ষক আটক

আলমডাঙ্গায় ১৩ বছর বয়সী এক ছাত্রকে বলাৎকারের অভিযোগে শাহিন আলম
(২৫) নামে এক মাদ্রাসা শিক্ষককে আটক করেছে পুলিশ।

শনিবার বিকেলে উপজেলার আসাননগর আলামিন সোসাইটি হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও লিল্লাহ বোডিং থেকে ওই অভিযুক্ত শিক্ষককে আটক করে পুলিশ।

এর আগে গত ২৮ শে মে ভোরে ওই মাদ্রাসায় ছাত্রকে বলাৎকারের ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। আটক শিক্ষক শাহিন আলম হরিণাকুন্ডু থানার কেষ্টপুর গ্রামের আব্দুল মান্নানের ছেলে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নের আসাননগর গ্রামে অবস্থিত আলামিন সোসাইটি হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও লিল্লাহ বোডিং। ওই মাদ্রাসায় গত কয়েক বছর যাবৎ হরিণাকুন্ডু থানার কেষ্টপুর গ্রামের আব্দুল মান্নানের ছেলে শাহিন আলম শিক্ষক হিসাবে কর্মরত আছে।

এ মাদ্রাসায় বাদেমাজু গ্রামের বিল্লাল মুন্সির ছেলে লেখাপড়া করে। গত ২৮ শে মে ভোর রাতে মাদ্রাসা শিক্ষক জোরপূর্বক ভাবে বলাৎকার করে। পরে, মাদ্রাসা ছাত্র গোপনে বাদেমাজুর নিজ বাড়িতে ফিরে পরিবারের লোকজনদের জানায়।

শুক্রবার বিকেলে বলাৎকারের শিকার শিশুর বাবা মাদ্রাসায় গিয়ে কমিটির লোকদের বিষয়টি জানায়। পরে আলমডাঙ্গা থানায় শিশু ও নির্যাতন দমন আইনে মামলা দায়ের করেন। এমন অভিযোগের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ অভিযুক্ত শাহিন আলমকে মাদ্রাসা থেকে আটক করে।

[redacted]

[redacted]

নতুন ঘর পেয়ে খুশীতে আত্মহারা দরিদ্র ভ্যানচালক রেজাউল

কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার চাঁদপুর ইউনিয়নের গোবরা গ্রামের দরিদ্র ভ্যানচালক খন্দকার রেজাউল ইসলামকে ঘর উপহার দিয়েছে বেসরকারী সামাজিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ফোরাম। ঘর পাওয়ার পর তার পরিবারে ফুটে উঠেছে আনন্দের হাসি, বুকভরা আশার আলো।

তিন শতাংশ জমির উপর ভাঙ্গা চুরা খুপরি ঘরে স্বামী, স্ত্রী ও আট সন্তান নিয়ে বসবাস করতেন দরিদ্র ভ্যানচালক খন্দকার রেজাউল ইসলাম। বৃষ্টি এলে ঘরে পানি পড়তো। বসবাসের অযোগ্য এমন খুপড়ি ঘরেই কষ্ট করে পরিবারের সকল সদস্যদের বসবাস করা লাগতো।
রেজাউল ইসলাম ভ্যান চালিয়ে ঘর মেরামত তো দূরে থাক আট সন্তানের একমুটো খাবার তুলে দিতে সব শেষ। বিষয়টি বেসরকারী সামাজিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ফোরামের নজরে আসে।
এরপর মানবতা ও মানবিতার উজ্জল দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে রেজাউল ইসলামের বাড়ীতে খুপড়ি ঘরের পরিবর্তে সেথানে নতুন করে আধাপাকা ঘর নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শনিবার এ ঘরটি হস্তান্তর করা হয়।

এ উপলক্ষ্যে দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ফোরামের চেয়ারম্যান আশিকুল ইসলাম চপল এর সভাপতিত্বে ঘর হস্তান্তর অনুষ্ঠানে এসময় উপস্থিত ছিলেন চাঁদপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রাশেদুজ্জামান তুষার, আলহাজ্ব জহুরুল হক মাষ্টার, কাজী লিয়াকত আলী, মিজানুর রহমান মাষ্টার, সদর উদ্দিন মল্লিক, মোঃ লাভলু হাসান, তরুণ সমাজকর্মী শাব্বির আহমেদ, মিয়া মোঃ তৌসিফ, সিরাজুল ইসলাম লিটু সহ ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ফোরামের অন্যান্য সদস্য বৃন্দ।

ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ফোরামের চেয়ারম্যান আশিকুল ইসলাম চপল বলেন, ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ফোরাম একটি অলাভজনক সামাজিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। সমাজের অসহা মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আমরা চেষ্টা করে থাকি।শীতবস্ত্র, খাদ্যসামগ্রী বিতরণের পাশাপাশি বিভিন্ন সময় দরিদ্র মানুষের আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ ও পানির জন্য টিউবয়েল স্থাপনসহ ভালো কাজের সাথে সম্পৃক্ত থাকি। এজন্য আমাদের সংগঠনের

মাধ্যমে এছাড়াও বিভিন্নভাবে সহায়তা নিয়ে এসব অসহায় মানুষের পাশে থাকি। তিনি বলেন, দরিদ্র ভ্যানচালক খন্দকার রেজাউল ইসলাম তার পরিবারের সব সদস্যদের একসাথে শান্তিতে ঘুমানোর জন্য তিন রুম বিশিষ্ট বারান্দাসহ আধাপাকা একটি ঘর নির্মাণ করে দিয়েছি। এটির মোট ব্যায় হয়েছে ১ লাখ ৪০ টাকা।

নতুন ঘর পেয়ে খুশীতে আত্মহারা হয়ে ওঠে দরিদ্র ভ্যানচালক খন্দকার রেজাউল ইসলাম। এসময় তিনি আবেগে আপ্লুত হয়ে উঠে বলেন, আমি একজন দরিদ্র ভ্যানচালক। নিজের একটুখানি মাথা গোঁজার ঠাই থাকলেও এতোদিন পরিবার-পরিজন নিয়ে কোনরকমে খুপড়ি ঘরের মধ্যে কোনোমতে জীবনযাপন করতাম। এখন ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ফোরামের চেয়ারম্যান আশিকুল ইসলাম চপল আমাকে ঘর দিয়েছেন। আমিসহ আমার পরিবারের সবাই খুবই খুশি। এ আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না।

জীবননগরে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ডোজের অপেক্ষায় আড়াই হাজার মানুষ

কবে নাগাদ কোভিড-১৯ দ্বিতীয় ডোজের ভ্যাকসিন আসবে জানে না কেউ। ভ্যাকসিন পাওয়া না পাওয়া নিয়ে হতাশার মধ্যে দিন যাপন করছে জীবননগর উপজেলার আড়াই হাজার মানুষ।

ইতোমধ্যেই কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ সফল ভাবে ৬ হাজার ৯০৮ জনকে দেওয়া হলেও দ্বিতীয় ডোজ পেয়েছে মাত্র ৪ হাজার ৫৪৩জন। বাকি ২ হাজার ৩৬৫ জন মানুষ কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন পাওয়া না পাওয়ার মধ্যে দিন যাপন করছে।

কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ নেওয়া জীবননগর উপজেলার সন্তোসপুর গ্রামের আতিয়ার রহমান বলেন,আমি মহামারি করোনা ভাইরাস প্রতিরোধের প্রথম ডোজের ভ্যাকসিন গ্রহন করেছি। দ্বিতীয় ডোজের ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য হাসপাতালে গিয়েছিলাম কিন্তু হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ বলেন দ্বিতীয় ডোজের ভ্যাকসিন এখনও পর্যন্ত আসেনি।

আসলে পারে মাইকিং করা হবে তখন আসবেন। তা হলে প্রথম ডোজের পর দ্বিতীয় ডোজ না দিলে কোন কাজ হবে কি তা জানি না ।

জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডাঃ মাহমুদ বিন হেদায়েত সেতু বলেন, সরকারী ভাবে আমাদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্◌্◌ের কোভিড-১৯ প্রথম ডোজের যে ভ্যাকসিন দিয়েছিল তা আমরা সফল ভাবে শেষ করেছি এবং প্রথম ডোজ নেওয়ার পর আল্লাহর রহমতে কারও কোন সমস্যা হয়নি। তাছাড়া দ্বিতীয় ডোজের যে ভ্যাকসিন আমাদের দিয়েছিল তাও শেষ হয়ে গেছে আর মাত্র ২ হাজার ৩৬৫ জনকে দিলে কোভিড-১৯ দ্বিতীয় ডোজের ভ্যাকসিন সম্পন্ন হবে । আমরা চাহিদা দিয়েছি আশা করি খুব দুরত্ব আমরা কোভিড-১৯ এর দ্বিতীয় ডোজের ভ্যাকসিন হাতে পাবো।

জীবননগরে সন্ধ্যা রাতে কুপিয়ে মোবাইল ছিনতাই

জীবননগরে সন্ধ্যা রাতেই পথচারীকে পিটিয়ে মোবাইল ছিনতায়ের অভিযোগ উঠেছে। গত শুক্রবার রাত ৮টার সময় জীবননগর উপজেলার উথলী ইউনিয়নের বড় বাচড়া নামক স্থানে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার শিকার রডমিস্ত্রি সোহেল রানা (২১) উথলী ইউনিয়নের সেনেরহুদা গ্রামের তোতা মিয়ার ছেলে।

আহত সোহেল রানা বলেন, প্রতিদিনের ন্যায় শুক্রবারে কাজ শেষে আমি এবং রিপন বাড়িতে আসছিলাম এমন সময় উথলীতে বাবু, মজির, হাসানসহ বেশ কয়েক জন মিলে জোয়া খেলছিল। আমরা ওই রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে পিছন থেকে কে যেন আমার মাথায় আঘাত করে রক্তাত্ব জখম করে। রক্তাত্ব অবস্থায় আমি মাটিতে পড়ে যায় আর রিপন পালিয়ে যায়। আমার কাছে থাকা একটি ভিভো মোবাইল ফোন ছিল সেটা নিয়ে গেছে।

আহত অবস্থায় স্থানীয় লোকজন আমাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য জীবননগর হাসপাতালে ভর্তি করে। স্থানীয়রা অভিযোগ করে বলেন, সন্ধ্যা হলেই উথলী ইউনিয়নের বড় বাচড়া, কলোনী, রেললাইনসহ বেশ কিছু স্থানে জোয়া খেলা হয়ে থাকে। আর এই জোয়া খেলার জন্য এলাকার

যুব সমাজ ধ্বংস হচ্ছে। যারা জোয়া খেলা করছিল তাদেরকে ধরলেই আসল তথ্য বেরিয়ে আসবে।

জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্◌্◌েরর আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আর এম ও) ডাঃ মাহমুদ বিন হেদায়েত সেতু বলেন, আহত সোহেল রানার মাথায় আঘাত ও শরীরের কিছু অংশ কাটার দাগ আছে। তাকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে আশা করি খুব দ্রুত সুস্থ হয়ে যাবে।

জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি)সাইফুল ইসলাম বলেন,উথলী গ্রামে যে ঘটনা ঘটেছে এ বিষয়ে এখনও কোন অভিযোগ আসেনি অভিযোগ পেলে তদন্ত পুর্বক আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।

নাটোরে করোনা সংক্রমনের হার বৃদ্ধি, কঠোর অবস্থানে পুলিশ ও জেলা প্রশাসন

নাটোরে এক সপ্তাহের ব্যবধানে হঠাৎ করে করোনা সংক্রমনের হার১৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয় ৩০ থেকে ৪৬.৬২ শতাংশে বেড়ে যাওয়ায় মাঠে নামে জেলা প্রশাসন সহ জেলা পুলিশ। শনিবার জেলা প্রশাসনের দুইটি মোবাইল টিম শহরের কানাইখালী,নিচাবাজার ও স্টেশন বাজারসহ বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে স্বাস্থ্যবিধি না মানায় ব্যবসায়ী সহ বেশ কয়েক ব্যক্তিকে জরিমানা করে ভ্রাম্যমান আদালত।

স্বাস্থ্যবিধি মানতে বাধ্য করতে শহরের বিভিন্ন এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযানসহ জেলা পুলিশ কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এছাড়া স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে জনসচেতনতা বাড়াতে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার মাঠে নেমে আবারও মানুষের মাঝে মস্ক বিতরণ শুরু করছেন। একই দিন দুপুর ১২ টার দিকে শহরের কেন্দ্রিয় জামে মসজিদ এলাকা সহ ট্রাফিক মোড় এলাকায় জেলা প্রশাসক মোঃ শাহরিয়াজ ও পুলিশ সুপার লিটন কুমার সাহা পথচারীদের মাঝে মাস্ক বিতরন করেন।

এছাড়া নাটোর সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) রনি খাতুন এবং

সহকারী কমিশনার শরীফ শাওন অভিযান চালিয়ে মাস্ক না থাকায় শহরের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১৪টি মামলায় ৯হাজার ৭’শ টাকা জরিমানা করেন।

জেলা সিভিল সার্জন ডাঃ কাজী মিজানুর রহমান করোনা সংক্রমনের হার হঠাৎ করে বৃদ্ধি পাওয়ার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, শুক্রবার নাটোরে সবার্ধিক ৪৬ জন মানুষ করোনায় আক্রান্ত হন। এদিন রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন নাটোরের আবুল কাশেম (৪৮) নামে একজন মারা যান। এনিয়ে শুক্রবার পর্যন্ত জেলায় মোট আক্রান্ত ১৭২৩ জন। মৃত্যু ২৩ জন। সুস্থ্য হয়েছেন ১৪৭৩ জন। বর্তমানে নাটোর সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ২৬ জন।জনসচেতনতা বাড়াতে মানুষকে মাস্ক পড়ার জন্য বলা হচ্ছে। আক্রান্তদের হোম কোয়ারেন্টাইনে সহ সকলকে ঘরে থাকার জন্য বলা হচ্ছে। জনসচেতনতা বাড়াতে শহরে মাইকিং করা হচ্ছে।

পুলিশ সুপার লিটন কুমার সাহা বলেন, সংক্রমন কমানোর জন্য মানুষকে সচেতন করতে যা যা করা প্রয়োজন তাই করা হবে।জেলা প্রশাসক মোঃ শাহরিয়াজ বলেন, যে হারে মানুষ সংক্রমিত হচ্ছে তা উদ্বেগজনক। মানুষকে ঘরে থাকতে অনুরোধ করা হচ্ছে। সংক্রমিত এলাকায় না যাওয়ার পরামর্শ দেয়া সহ পথচারীদের মাঝে মাস্ক বিতরন করা হচ্ছে। সচেতনতা বাড়ানোসহ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য মাইকিং করা হচ্ছে। সংক্রমন না কমা পর্যন্ত এই অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি।

দামুড়হুদা উপজেলায় সততা সাহসীকতার আর এক নাম ইউএনও দিলারা রহমান

দামুড়হুদা উপজেলাবাসীদের কাছে বিপদে আপদে যে নামটি সবার আগে উচ্চারিত হয় তিনি হলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান। তিনি কোনো রাজনৈতিক নেতা নন। তারপরও তাঁর সততা কর্মস্পৃহা দায়িত্বশীলতা ও জনমানুষের প্রতি আন্তরিকতা তাঁকে বসিয়েছে এক অনন্য উচ্চতায়। প্রশাসনিক কর্মকর্তা হয়েও যে আমজনতার মাঝে মিশে

যাওয়া যায় তাই যেনো তিনি দেখিয়ে দিচ্ছেন প্রতিনিয়ত তাঁর কর্মদক্ষতায়, সততায়, আন্তরিকতার ছোঁয়ায় ও সাহসিকতায়। ক্রমশঃ তিনি হয়ে উঠেছেন উপজেলাবাসীর আইকন।
করোনাকালীন মহা দুর্যোগে শহর থেকে গ্রামে গ্রামে তিনি ছুটে বেড়িয়েছেন মানুষকে সচেতন করতে। ঐ সময় তিনি অস্বচ্ছল মানুষের মাঝে খাদ্য ও আর্থিক সহায়তা পৌঁছে দিয়ে হয়েছেন ব্যাপক সমাদৃত।

কার্পাসডাঙ্গায় বাজার মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স সংলগ্ন এলাকায় সংঘবদ্ধ ও প্রভাবশালী ভূমিদস্যুদের হাত থেকে দোকানঘর সহ এক একর জমি উদ্ধার করে তিনি স্থাপন করেন সাহসীকতার এক অনন্য উদহারন। এ ঘটনাটি ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। দিলারা রহমান হন সর্ব মহলে প্রশংসিত। আর অবৈধ দখলদারদের কাছে এটা ছিলো যেমন স্মরণকালের সব থেকে বড় পরাজয়। আর এ ঘটনার পর থেকেই ঐ এলাকার প্রভাবশালী ভূমিদস্যুরা হয়ে পরে কোনঠাসা।
এছাড়া অবৈধ বালি ও মাটি পাচারকারী চক্রের ছোখে দিলারা রহমান যেন সাক্ষাৎ যমদূত।

ভূমিহীন, গৃহহীন ও ক্ষুদ্র নৃ- গোষ্ঠীদের গৃহ নির্মাণ এবং গুণগত মান অক্ষুণ্ণ রাখার তদারকির ক্ষেত্রে তাঁর আপোষহীন মনোভাব তাঁকে বসিয়েছে এক অনন্য উচ্চতায়। এছাড়া দর্শনার কালীদাসপুর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বাগদী পাড়ায় একাধিক বার তাদের মাঝে ছুটে যেয়ে তাদের জন্য বরাদ্দকৃত ঘর বুঝিয়ে দেন। আর প্রাথমিক পর্যায়ে যারা ঘর পাননি তাদের জন্যও দ্রুত ঘর বরাদ্দের আশ্বাস দেন। একই সময় এই ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর স্কুল পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের জন্য উপহার দেন ১০ টি বাইসাইকেল। এসব কাজে দফায় দফায় বাগদী পাড়ায় যাওয়া আসার মাঝে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সন্তান ছোট্ট শিশু নীরবকে কোলে নিয়ে নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমানের আবেগঘন পোস্ট উপজেলার গণ্ডি অতিক্রম করে ব্যাপক সাড়া পড়ে। দিলারা রহমানের কোলে নীরবের ঐ ছবি চিরাচরিত মাতৃপ্রেম বা সন্তানের প্রতি মায়ের প্রকৃত ভালোবাসাই অঙ্কিত হয়েছে।

জয়রামপুরের চৌধুরীপাড়া, নতুন বাস্তপুর, কুড়ালগাছী বাজারে অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হওয়া চাষী গৃহস্থ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের পাশে থেকে তাদেরকে নতুনভাবে বাঁচতে শিখিয়ে তিনিও পেয়েছেন অসংখ্য মানুষের দোয়া ও প্রশংসা।
এছাড়া দামুড়হুদার দশমী পাড়ার অগ্নিদগ্ধ শিশু ফারহানাকে বাঁচাতে নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমানের তাৎক্ষণিক ছুটে যাওয়া, চিকিৎসা ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিষয়টি আজও ফিরছে মানুষের মুখে মুখে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার মেসেজ বেশি পাচ্ছি : মন্ত্রী

করোনাভাইরাস সংক্রমণের হার ৫ শতাংশের নিচে নামলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়া হবে। অন্যথায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়া ঠিক হবে না বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি।

আজ শনিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী মিলনায়তনে জনতার প্রত্যাশা ও নাগরিক সমাজের আয়োজনে প্রয়াত সাবেক আইনমন্ত্রী আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য অ্যাডভোকেট আব্দুল মতিন খসরুর স্মরণসভায় তিনি এ কথা বলেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়ার সবধরনের প্রস্তুতি রয়েছে। আইবিএম এর নেতৃবৃন্দ ও কভিড-১৯ সংক্রান্ত জাতীয় পরামর্শক কমিটিসহ অন্যান্যরা সংক্রমণের উল্লেখিত এই হারের বিষয়ে নানা সুপারিশ করেছেন।

শিক্ষামন্ত্রী ডা.দীপু মনি বলেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়ার বিষয়ে বিভিন্ন জায়গায় নানা আন্দোলনের কথা বলা হচ্ছে। দেশে যে বৃহত্তর ছাত্রসমাজ ও অভিভাবক সমাজ আমাদের আছে তাদের এই আন্দোলন প্রতিফলিত করে না। কারণ, আমার কাছে যে পরিমাণ মেসেজ আছে তাতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার কথাই বেশি এসেছে। জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়কে কোনো আন্দোলনের মধ্যেই অবহেলা করা উচিত নয়। সুতরাং পরবর্তীতে এসব আন্দোলনকে গুরুত্ব না দিয়ে পরিস্থিতির বিবেচনা করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা হবে।

তিনি বলেন, আমরা যে তারিখই নির্দিষ্ট করে রাখি না কেন, সেই সময়ে যদি অবস্থা অনুকূলে না আসে আমরা নিশ্চয়ই মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে কোনো ঝুঁকি নেব না। শিক্ষার্থী-শিক্ষক-অভিভাবক সবার স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে।

‘দীর্ঘদিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু শিক্ষাকার্যক্রমতো থেমে নেই’- এ কথা উল্লেখ করে দীপু মনি আরো বলেন, অনলাইনে পড়াশোনা চলছে, এবং প্রায় প্রতিদিনই এই মাধ্যমে পড়াশোনার মান ও পরিসর বাড়ছে।

তিনি বলেন, শুধু বাংলাদেশই নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশেও শিক্ষা

নিয়ে নানা সীমাবদ্ধতা আছে। কারিগরিভাবে বা প্রযুক্তিগতভাবে যেসব উন্নত দেশ রয়েছে তাদেরও সীমাবদ্ধতা আছে। তারাও সব শিক্ষার্থীর কাছে শতভাগ পৌঁছাতে পারছেন না। যেখানে শ্রেণিকক্ষগুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা খুবই কম এবং যেখানে স্বাস্থ্যবিধি যথাযথ রক্ষা করা হয়েছে, সেখানেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে রাখতে পারেনি। উন্নত বিশ্বের অনেক দেশেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে আবার বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে। তেমনি আমাদের দেশে যেখানে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক বেশি, সেখানে নানাভাবে চেষ্টা করছি কিভাবে পরিকল্পনা করে স্বাস্থ্যবিধি মেনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলতে পারি।

তিনি আরো বলেন, আমরা যে তারিখই নির্দিষ্ট করে রাখি না কেন, অবস্থা অনুকূলে না এলে আমরা মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে কোনো ঝুঁকি নেব না।

নাগরিক সমাজের সভাপতি ব্যারিস্টার সোহরাব হোসেন খানের সভাপতিত্বে ও জনতার প্রত্যাশার সভাপতি এম এ করিমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য বেগম মতিয়া চৌধুরী, বিশেষ অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম, বিএমএ সভাপতি ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সহসভাপতি অ্যাডভোকেট নুরুল আমিন রুহুল, আওয়ামী লীগ নেতা অ্যাডভোকেট বলরাম পোদ্দার ও বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক অরুণ সরকার রানা।